R. N. No 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৩০শে আগষ্ট, ১৯৭৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

বন্যায় ৬ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি, ৭ জনের মৃত্যু

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩০ আগষ্ট—এ পর্যন্ত বিধ্বংসী বন্যায় জঙ্গিপুর মহকুমায় টাকার অঙ্কে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ছ' কোটি টাকা। প্রাণহানি ঘটেছে সাতজনের—সুতী দু'নম্বর ব্লকে চারজন, রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে দু'জন এবং সাগরদীঘি ব্লকে একজন। মহকুমার সাতটি ব্লকের ৩৪০টি গ্রামের প্রায় চার লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ৫১৬৩৫ জনকে উদ্ধার করে ২০২টি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, ২০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বন্যার তাণ্ডবে প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার ঘরবাড়ী ধসে পড়েছে। ত্রাণ বাবদ ২৮ আগষ্ট পর্যন্ত বিলি করা হয়েছে ৮০৯০ কুঃ গম, ২৮৫৮টি ত্রিপল, ৬২টি পলিথিন, ১৭৩২টি ধুতি, ১৪৪৮টি শাড়ী, ১২০০টি জামা-কাপড়, ১০০টি লুঙ্গি, ১৬ ব্যাগ গুঁড়ো দুধ, ১২ প্যাকেট শুকনো খাবার, ৬১৩ কুঃ চিড়ে, ১৫১ কুঃ গুড় এবং ১৭৭১ কুঃ পশুখাদ্য। সরকারী সূত্র থেকে এ খবর পাওয়া গিয়েছে। ত্রাণের ব্যাপারে সর্বত্র যে অভিযোগ উঠেছে, সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উপজাতি উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প

সাগরদীঘি, ৩০ আগষ্ট—রাজ্য সরকার উপজাতি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। সাগরদীঘি ব্লকের একুশটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। এই সমস্ত এলাকায় সরকারী খরচে উপজাতিদের পুকুর সংস্কার করা হবে এবং জমিতে শ্যালো বসানো হবে। চাষের উন্নতির জন্য প্রদর্শনী ক্ষেত্র, বাজসার এবং আনুষঙ্গিক খরচ সরকার বহন করবেন। তিনফসলী প্রদর্শনীর প্রতিটিতে ৪৫০ টাকা, দোফসলী প্রদর্শনীর প্রতিটিতে ২৫০ টাকা এবং একফসলী প্রদর্শনীর প্রতিটিতে ১৬০ টাকা করে খরচ করা হবে। এর ফলে এই ব্লকের প্রায় ৬ হাজার উপজাতি উপকৃত হবেন। আগামী রবি মরশুম থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। চলতি খারিফ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কং (ই) সমর্থকদের হাতে সি পি এম কর্মী খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ আগষ্ট—পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য দলাদলির একটি ঘটনায় গতকাল এই থানার ভৈরবটোলা গ্রামে একদল সশস্ত্র কংগ্রেস (ই) সমর্থকের হাতে মালেক সেখ নামে একজন সি পি এম কর্মী খুন হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আগের দিন গ্রামের একটি ড্রেন কাটাকে কেন্দ্র করে পুরনো বিরোধ মাথা চাড়া দেয় এবং কংগ্রেস (ই) সমর্থকরা ভৈরবটোলা গ্রামের সুরেশা বেওয়া নামে একজন বিধবার বাড়ীতে হামলা চালায়। তাদের আক্রমণে সুরেশা বেওয়া গুরুতর-ভাবে আহত হন। ঘটনার দিন সকালে গ্রামে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই মোমিনটোলা, পাতলাটোলা, ভৈরবটোলা, চাঁদপুর ও গিরিয়া অঞ্চলের একদল

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উপ-প্রধানের অপকীর্তি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৮ আগষ্ট—এখানে পুলিশ সূত্রে পাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে, ৩৪নং জাতীয় সড়কের টহলদার পুলিশ গতকাল রাত্রে ফরাক্কা থানার নয়নসুখের সদ্য নির্বাচিত উপ-প্রধান বলরাম পালের বাড়ী থেকে মোটরের দুটি চোরাই টায়ার ও দুটি টিউব উদ্ধার ও আটক করেছে। উপ-প্রধানকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মিরজাপুরে বিদ্যুৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ আগষ্ট—অবশেষে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মিরজাপুর গ্রামে বিদ্যুৎ আসছে। রেশম শিল্পে সমৃদ্ধ এই গ্রামে বিদ্যুতের কাজ শুরু হচ্ছে আগামী ডিসেম্বর মাসে। জিয়াগঞ্জের চিত্তব্রত মজুমদারকে লেখা মুর্শিদাবাদ ডিভিসনাল ইঞ্জিনীয়ার এন ব্যানারজির ১৪ আগষ্ট তারিখের চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ব্যানারজি ওই চিঠিতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অন্ধের বিশ্বাস

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ আগষ্ট—রাইচরণ হালদার নামে এই শহরের একজন অন্ধ ভিখিরীকে দেবী মনসা নাকি স্বপ্ন দিয়েছিলেন, মনসা পূজো মণ্ডপে মনসা গান করালে সে তার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবে। যখন তার এই স্বপ্নাদেশ হয়, তখন শহরের সদরঘাট পল্লীতে মনসা পূজো চলছিল। কাজেই আর দেরী না করে গত সপ্তাহে সে উদ্যোক্তাদের দিয়ে আয়োজন করায় মনসা গানের। রাইচরণ নিজের ভিক্ষে করে জমানো টাকা থেকে দেয় পঁচাত্তর টাকা, বাকীটা ওঠে চাঁদা তুলে। এভাবে মহাসমারোহে শেষ হয় সদর-ঘাটের মনসা পূজো এবং মনসা গান।

বর্গাদার উচ্ছেদের চেষ্টা ব্যর্থ, গ্রেপ্তার—১৮

সাগরদীঘি, ২৮ আগষ্ট—জাফর সেখ নামে চন্দনবাটী গ্রামের একজন বর্গাদার সমসাবাদ মৌজার ২৪৪ খতিয়ান ১৯২ দাগের ৮২ শতক জমি বহু বছর ধরে চাষ করে আসছেন। খবরে প্রকাশ, তাঁকে উচ্ছেদের চক্রান্তে পরন্তু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির কিছু লোককে জমির কাছে মোতায়েন করা হয়। গতকাল তিনি লাঙল বলদ নিয়ে চাষ করতে জমিতে নামলে ভাড়া করা লোকেরা মারধোর করে লাঙল-বলদ কেড়ে নিয়ে জমি থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। তিনি সোজা সাগরদীঘি থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন। পরে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব॥
অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

বন্যা-বিপর্যয়-ব্যর্থতা

বন্যা জঙ্গিপুর মহকুমার স্থায়ী সমস্যা। গঙ্গা ভাঙন বিভীষিকা। কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা আজও গৃহীত হয় নাই যাহাতে প্রাকৃতিক দুই বিপর্যয়কে প্রতিহত করা যায়। যেটুকু হইয়াছে তাহা সাময়িক। তদুপরি পরিকল্পনার ব্যর্থতায় তাহাতে সুফল ফলিবার কোন আশা নাই। প্রমত্তা পদ্মা, ছিন্নমস্তা ভাগীরথী, উচ্ছ্বসিত বাঁশলই ও ভৈরবের মিলিত জলোচ্ছ্বাসে জঙ্গিপুর মহকুমার মানচিত্র আজ পর্যুদস্ত।

ফরাক্কার নির্বাহী খালের সন্নিকটে সিতাইগাছি গ্রাম আজ পদ্মার দক্ষিণ পার ও ভাগীরথীর পশ্চিম পারের মধ্যবর্তী এলাকায় সামান্য দূরত্বের ব্যবধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কীর্তিনাশার ভাঙন চলিয়াছে দ্রুত গতিতে। এবং ভাঙনের এই গতি অব্যাহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে দুই নদী একত্রিত হইয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছেন। এখন সেই হুঁশিয়ারী পর্যবেক্ষণ করিয়া গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। ব্যর্থতার দরুণ জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্বও বর্তাইবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞগণ ফরাক্কা হইতে লালগোলা পর্যন্ত ৬৩ মাইল এলাকায় গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ৬৩ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রচনা করিয়াছিলেন। ১৮ বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪২ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র প্রকল্পটি মঞ্জুর করিয়াছেন, অর্থবরাদ্দ মঞ্জুর করেন নাই। রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

আজ আর অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে, ভাঙন প্রতিরোধের পূর্বে বন্যা প্রতিরোধ অসম্ভব। বন্যা যেমন এতদঞ্চলের স্থায়ী সমস্যা, প্রয়োজন তেমনই তাহার স্থায়ী সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার আশু রূপায়ণ; যাহার দ্বারা ভাঙন ও বন্যা উভয় সমস্যাকেই প্রতিরোধ করা যায়। তাহা না হইলে ১৯৭১, ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালের স্মরণাতীত বন্যার কবলে জঙ্গিপুর মহকুমাকে বারংবার পড়িতে হইবে এবং ভাঙনের ফলে অচিরেই মহকুমার মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটিবে।

উলুইচণ্ডীপুরাণ

—চিন্তামণি বাচস্পতি—

বর্ষাকালে নদনদীর জল নীচু জায়গায় অনুপ্রবেশ এবং তাহা জবরদখল করাকে বন্যা বলে। বন্যা দুই প্রকার—প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক। প্রাকৃতিক বন্যার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহাকে চাপিয়া-চুপসাইয়া অথবা ফাঁপাইয়া-ফুলাইয়া গণসেবায় লাগানোকে রাজনৈতিক বন্যা বলা হয়। আমাদের সমস্যামাতৃক দেশে এই উভয় প্রকার বন্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়া প্রতি বৎসর বিধ্বংসী তাণ্ডব করিতেছে।

এই বন্যা নিয়ন্ত্রন মানুষের সাধ্যাতীত। ইহা একমাত্র নেতারা করিতে পারেন; কারণ তাঁহারা তো মনুষ্য নহেন। নেতারা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং করাইয়াছেন। তাহার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা হইল—বৎসরের অন্য সময় নিষ্ক্রিয় থাকিয়া বন্যা যখন মাতিয়া উঠে তখন কর্মমত্ততা দেখানো। এ সময় অন্যে কিছুই করিতেছে না, আমরা সবই করিতেছি; রাত জাগিয়া বাঁধ বাঁধিতেছি, দিন জাগিয়া ত্রাণ পাঠাইতেছি এবং রাতদিন জাগিয়া উদ্ধার করিতেছি। উহারা কিছুই করিতেছে না, শুধু ঠিকাদারী লইয়া টাকা মারিতেছে, রিলিফের ভাল চিড়া দোকানে বদলাইয়া লইয়া পচা চিড়া বিতরণ করিতেছে, ত্রাণ কার্যের নামে লুণ্ঠন চালাইতেছে। সকলেই এই একই বাণী বর্ষণ করিয়া বন্যার্তদের সিক্ত করেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ইহাই পরিকল্পনা মত কাজ।

সরকারী 'কর্মচারিবৃন্দগণ' (ছোট-বড় সকলকে দণ্ডবৎ) বন্যার প্রকোপকালে খুবই আইন মানিয়া চলেন। রিলিফের জন্য দেয় স্বদেশী মালপত্রের এমন সূক্ষ্ম হিসাব রাখেন যে এককণা একদানা চুরি হইতে পারে না। বন্যার্তরা অত্যন্ত লোভী বলিয়া মিথ্যা কথা রটায়, অধিক খাইয়া কলেরা রোগ ঘটায় এবং তিন মাস নিষ্কাম (কামকর্ম) খয়রাতি পাইবার জন্য প্রতি বৎসর প্রার্থনা করে।

সমাজসেবী বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি প্রাক্তন বন্যার ছবি ছাপাইয়া এবং বানে-ভাসা স্থানের নামের টুকরা কুড়াইয়া, গঞ্জকে মঞ্জ, পুরকে চুর এবং পাড়াকে তাড়া করিয়া, জোড়াতালি দিয়া ফলাও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রচার করে। দরদী সম্পাদকীয় লিখিয়া কাগজের পৃষ্ঠা সাঁতসেঁতে করিয়া ফেলে।

তবে যে কোন বন্যাতেই জঞ্জাল ভাসিয়া যায়, ডুবা জমিতে পলি পড়ে, পুকুরবন্দী মাছেরা ছাড়া পায়, আর চন্দ্র-সূর্য পায় অবাধ অবগাহনের দিগন্ত প্রসার। বন্যা, তুমি ধন্য।

পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের সর্বনাশা নীতি রোগ নিরাময় না করে রোগীকে মেরে ফেলা

সত্যনারায়ণ ভকত

কোথাও কোন ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলে, শোনা যায়, গুরুতরভাবে আহত রেলযাত্রীদের হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এটা নিছক একটা অপবাদ। এবং রেলের বিরুদ্ধে এই অপবাদ যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও অনুমান করা হয়, ভারতীয় রেল পরিবহণে অযৌক্তিক কাজকর্মের প্রতি কটাক্ষ হানার জন্যই এই রকম অপবাদ-রূপকের সৃষ্টি হয়েছে। এদিক দিয়ে সারা ভারতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, পূর্ব রেলের রাশভারী লাইনের কথাও বাদ দিলাম; শুধু হাওড়া বিভাগের আজিমগঞ্জ—নলহাটী শাখা লাইনে ট্রেন বাতিলের যে সর্বনাশা সিদ্ধান্ত পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কার্যকর করেছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত এবং যাত্রীসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। এক কথায় রোগ নিরাময়ের চেষ্টা না করে রোগীকে মেরে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রেলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত দুর্নীতির শেকড় ক্রমশঃ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সেই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়, প্রচলিত নিয়মে এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। আসলে সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সৎ সাহস কোন রেলকর্মীর নাই। থাকলে প্রকাশ্যে কয়লা চুরি বন্ধ এবং বিনা টিকিটে রেলভ্রমণের মত অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব হত বহুদিন আগেই। কিন্তু তা হয়নি, উপরন্তু নির্লজ্জভাবে ওই সব অপরাধে সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে।

এ বছর জুলাই মাসের ৬ তারিখে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ আজিমগঞ্জ—নলহাটী শাখার ৪ ডাউন নলহাটী—আজিমগঞ্জ ও ১ আপ আজিমগঞ্জ—রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটি বন্ধ করে দেন কয়লার অভাবে। লেখালেখি করায় ২৮ দিন পর ট্রেন দুটি চালু করা হয়। পরিবর্তে ৪ আগষ্ট থেকে বন্ধ করা হয় ২ এ, এন ডাউন নলহাটী—আজিমগঞ্জ ডাক ট্রেন এবং ৩ এ, এন আপ আজিমগঞ্জ— রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার। রেলের মতে এই বাতিল সাময়িক হলেও যাত্রীরা ট্রেন দুটি চালুর কোন আশু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না।

রেল কর্তৃপক্ষের ধারণা, এই শাখা লাইনের ষ্টেশনগুলিতে প্রয়োজনীয় টিকিট বিক্রী হয় না। তাই হয়তো শাখা রেলপথটি হাওড়া বিভাগের নেকনজরের পড়ে না। একটা কথা রেলের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, এক শ্রেণীর অসৎ রেল কর্মচারীর অপকর্মের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির দায় সাধারণ রেলযাত্রীদের ঘাড়ে চাপিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির কোন বৈধ অধিকার তাঁদের নাই। বারালা, সাগরদীঘি, মোরগ্রাম, লোহাপুর, তকীপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে সাদা পোশাকে আকস্মিক হানা দিলে রেলের মোবাইল চেকিং-এর দল দেখতে পাবেন, আঠাশ মাইল বিস্তৃত এই রেলপথে কত যাত্রী বিনা টিকিটে অবাধে যাতায়াত করেন এবং অবৈধ উপায়ে কত টাকা রেলকর্মচারীদের পকেটে ঢোকে। এই লাইনের

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাংবাদিকের উপর হামলা

লালগোলা থানার বাখরপুর এলাকায় প্রকাশ্য রাজপথে সম্প্রতি ৩ জন লোক 'মিঠেকড়া' সাপ্তাহিকের বার্তা সম্পাদক রঞ্জন চৌধুরীর উপর হামলা চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু সংবাদপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং ভবিষ্যতে উক্ত সংবাদপত্রে সংবাদ সম্পাদনার কাজ থেকে বিরত থাকার হুমকি দেয়। ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ লালগোলা থানায় জানানো হয়। পুলিশ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সাংবাদিকের উপর এহেন জঘন্য হামলা ও হুমকি প্রদর্শন এই থানা এলাকায় এই প্রথম। ঘটনাটির প্রতি সর্বশ্রেণীর মানুষ তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। সাংবাদিক মহলে উক্ত ঘটনাটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনার সাতদিন পর 'মিঠেকড়া'র প্রকাশিত একটি সংবাদ লালগোলা থানার বড় দারোগার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি পত্রিকা সম্পাদককে 'দেখে নেওয়ার হুমকি' দেন বলে সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ জন্ম বার্ষিকী

রঘুনাথগঞ্জ শ্রীঅরবিন্দ ভবনে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি শ্রীমাতৃচক্রের রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্যোগে গত ১৫ আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

পূর্ব রেলের সর্বনাশা নীতি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ট্রেনগুলতে এত ভিড় হয় যে, বসার জায়গা পর্যন্ত পাওয়া যায়না। রেল-কর্মচারীরা নির্দিষ্ট ভাড়ার এক চতুর্থাংশ নিজেদের পকেটে পুরে বিনা টিকিটের যাত্রীদের বৈতরণী পার করে দেন। এক্ষেত্রেও রেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে যাত্রীদের হয়রান করতে বদ্ধপরিকর—সাধারণের মনে এমন ধারণা জন্মানো অবাস্তর নিশ্চয় নয়।

এই রেলপথে ৫টি আপ এবং ৫টি ডাউন ট্রেন চলাচল করে। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তার মধ্যে থেকে আপ ডাউন দুটি ট্রেন বন্ধ করলে যাত্রীদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তা সহজেই অনুমেয়। তবু ভালো যাত্রীরা এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষান্ত আছেন, বিক্ষোভে ফেটে পড়েননি। তবে বেশীদিন এই অচলাবস্থা চলতে থাকলে যাত্রীদের ধৈর্যের বাঁধ হয়তো একদিন ভেঙে পড়বে। মনে হয় সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন—যাত্রী আন্দোলন। শিক্ষক-ছাত্র, বৃদ্ধ-যুবা, কৃষক-ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ-সমাজসেবী সবার উচিত রেলের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে হাওড়া বিভাগের কাছ থেকে তার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায় করা। সর্বোপরি রোগ নিরাময় করে রোগীকে সারিয়ে তুলতে বাধ্য করা।

বীজতলার অনুদান

সাগরদীঘি, ৩০শে আগষ্ট—ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৫ একর জমিতে সম্প্রতি যৌথ বীজতলা তৈরী করে সুফল পাওয়া গিয়েছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বীজতলা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখন বন্যার ফলে বীজতলার চাহিদা এত বেড়েছে যে, আরো বীজতলার দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু ঋণ শোধ না হওয়ায় চাষীদের বীজতলার জন্য নতুন করে ঋণ দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। তাই সরকারী ঝামেলা এড়াতে ঋণের পরিবর্তে চাষীদের অনুদান দেওয়ার জন্য জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক জেলা শাসকের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন বলে জানা গেছে।

সি পি এম কর্মী খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সশস্ত্র কংগ্রেস (ই) সমর্থক ভৈরবটোলা গ্রামে সি পি এম সমর্থকদের ১৮টি বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং সমস্ত কিছু লুঠপাট করে। মালেক সেখ ওই সময় প্রাণভয়ে বলদজোড়া নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবার চেষ্টা করলে আক্রমণকারীরা মাঝপথে ফলার আঘাতে তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করে। তিনি সি পি এম দলের সমর্থক ছিলেন বলে জানা যায়। পুলিশ গ্রামে উপস্থিত হয়ে লুণ্ঠিত প্রচুর জিনিসপত্র উদ্ধার করে এবং ২১ জন কংগ্রেস (ই) সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাম্প্রতিক বন্যায় গ্রামটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দ্রুত যোগাযোগের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। এই ঘটনার পর গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং একটি ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ আগষ্ট—পঙ্কজ মেমোরিয়াল শীল্ডের লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শুরু হয়েছে। এস ডি ও কোর্ট ময়দানে এই খেলা বেশ উৎসাহের সঙ্গে চলছে।

সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত ব্লকভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় জঙ্গিপুর মহকুমা 'ক্ষুদে সাঁতার প্রতিযোগিতা' ১৯ আগষ্ট সম্পন্ন হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত থাকায় ফলাফল প্রকাশে দেরী হয়েছে। সাগরদীঘি ব্লক এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মেয়েদের 'এ' গ্রুপে কোন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ না করায় কোন প্রতিযোগিতা হয়নি। ঠিকমতো স্ট্রোক না হওয়ায় কয়েকটি প্রতিযোগিতা নাকচ হয়ে গিয়েছে।

মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব পরিচালিত নরেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি রানিং শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট ১৬ আগষ্ট থেকে শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সাগরদীঘি বিজয় সরস্বতী ক্লাবের পরিচালনায় সাগরদীঘি থানা নক্ আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। ১২টি দল খেলায় অংশ নিচ্ছেন।

সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নক্ আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ১৫ অক্টোবর থেকে। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, হুগলী, কলকাতা, ২৪পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ১৬টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন বলে এস এস এ সম্পাদক জানিয়েছেন।

১টি পরিবারের ৪৮০ বিঘা

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩০ আগষ্ট—১৯৭৫-৭৮ সালের ১৫০০ একরের যে পরিসংখ্যানের বলে লুকানো জমি উদ্ধারে জঙ্গিপুর মহকুমা প্রথম স্থানের অধিকারী হয়েছে, একজন সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন, তার মধ্যে মাত্র একটি পরিবারের সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি খাস হয়েছে রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতিনগরে। এই গ্রামের একটি মারোয়ারী পরিবারের ১৬০ একর অর্থাৎ প্রায় ৪৮০ বিঘা লুকানো জমি উদ্ধার করে খাস করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা

রঘুনাথগঞ্জ থানার বৈদরা নিবাসী কমলাপতি চক্রবর্তীর পৌত্র কিশলয় চক্রবর্তী আমেরিকার বোষ্টন কলেজ কর্তৃক পি এইচ ডি করার জন্য মনোনীত হয়ে ৩ সেপ্টেম্বর সেখানে রওনা হচ্ছেন।

বাড়ী বিক্রয়

বহরমপুরে আবদুস সামাদ রোডে (গোরাবাজার) সতের শতক জায়গার ওপর দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। যোগাযোগের ঠিকানা :- তাজ টেলার, ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী. ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

বন্যায় ৭ জনের মৃত্যু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণসামগ্রী পাওয়া গিয়েছে অত্যল্প। যেমন পশুখাদ্য সঙ্কট সমাধানে চাওয়া হয়েছিল ৫০ হাজার কুঃ পশুখাদ্য, পাওয়া গিয়েছে মাত্র ১৭৭১ কুঃ। অন্যান্য ত্রাণসামগ্রীর অবস্থাও তথৈবচ। বেসরকারীভাবে ত্রাণের কাজে নেমে পড়েছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ, লুথারান ওয়ারলড সারভিস, রাজা রামমোহন সেবা সংঘ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও যুব সংগঠন, ক্লাব প্রভৃতি। লুথারান ওয়ারলড সারভিস একাই ২৬ হাজার লোকের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব নিয়েছেন, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, বন্যার জল কমতে শুরু করলেও বহু জায়গা থেকে জল একেবারে নেমে যায়নি। রাস্তা দিয়ে জলপ্রবাহের ফলে অরঙ্গাবাদ শহর এখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, ধুলিয়ান শহর থেকে বন্যার জল সরে গিয়েছে। জল সরে গেলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়বে। ধুলিয়ান থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, বন্যায় ৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং কয়েকজন নিখোঁজ হয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ বিভাগ থেকে জানা গেছে, প্রোটেকটিং রেঞ্জের বাইরে ধুলিয়ান ও ফরাক্কার মধ্যে এন-টু এবং এন-ফোর স্পারের মাঝে গঙ্গা ভাঙন দেখা দিয়েছে। বেসরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যাপীড়িত অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭০ জন আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গিয়েছেন জগতাই ও মিঠিপুর এলাকায় ৩ জন। কলকাতা ও কান্দী থেকে চিকিৎসক দল আনিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে প্রতিষেধক বিলি করছেন।

এখন পর্যন্ত মহকুমার বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ত্রাণমন্ত্রী রাধিকারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি, প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুস সাত্তার এবং উচ্চপদস্থ বহু সরকারী কর্মচারীসহ আরো অনেকে। এঁদের মধ্যে অনেকের মতে ২৫ বছরের মধ্যে এ রকম ভয়ঙ্কর বন্যা হয়নি। দেবব্রতবাবু প্রকাশ্যে সেই কথাই বলেছেন।

উপজাতি উন্নয়নে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মরশুমে কিছু সংখ্যক উপজাতি চাষীকে ষ্টাডি ট্যুরে বীরভূম ও বর্ধমানের উন্নত কৃষি এলাকা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে। এ খবর দিয়ে ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ৫০ শতাংশ উপজাতির বাস সাগরদীঘি ব্লকে। কাজেই প্রকল্পের কাজ এখানে বেশী হবে।

মিরজাপুরে বিদ্যুৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মজুমদারকে লিখেছেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে রঘুনাথগঞ্জ থানার মিরজাপুর মৌজা (জে এল নং ১৩১) এবং গনকর মৌজা (জে এল নং ১৩৮)-র সমস্ত গ্রামকে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ কর্মসূচীর আওতায় আনা হচ্ছে। সাগরদীঘিতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবরটি পাওয়া গিয়েছে।

বর্গাদার উচ্ছেদের চেষ্টা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এম এল এ হাজারী বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাবার পথে সন্তোষপুরে হানাদারদের দেখতে পায় এবং ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। আরো ১০ জন পালিয়ে যায়, পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মনিগ্রাম রিজার্ভ ফরেষ্টের গাছ চুরি, গরু-মোষ দিয়ে ফসল খাওয়ানো, বর্গাদার উচ্ছেদ এবং কথায় কথায় লোক জখমের অভিযোগ আছে।

ধান লুঠ ঃ ফরাক্কা থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, গত ১৫ আগষ্ট ফরাক্কা থানার আমতলায় বাঙলা বিহার সীমান্তে প্রায় ৩০ বিঘা জমির ধান লুঠ করে। আমতলা, শঙ্করপুর, খোসালপুর প্রভৃতি গ্রামের সি পি এম সমর্থক বলে কথিত প্রায় দুশো লোক। লুঠের সময় তাদের এক হাতে লাল পতাকা, অন্য হাতে কাস্তে ছিল বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিহারে একটি মামলা রুজু হয়েছে বলে প্রকাশ।

ব্যাটারী চোর ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ আগষ্ট—আজিমগঞ্জ রেল পুলিশ গতকাল সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ ও নলহাটী থানা এলাকার ৫ জন ব্যাটারী চোরকে রেলের একটি চোরাই ব্যাটারী সমেত গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর আদালতে চালান দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

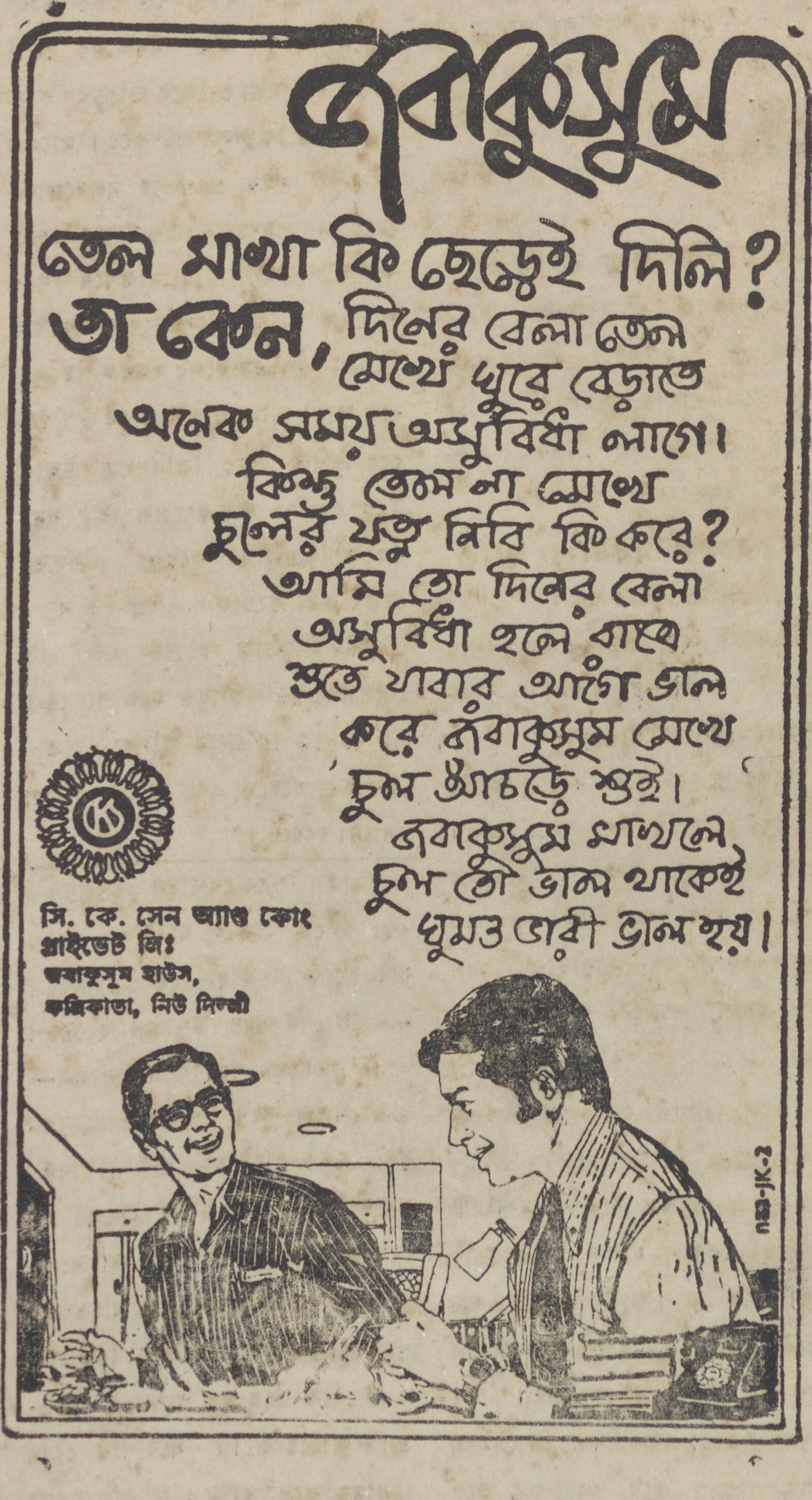

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে মৃন্ময় পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।